দৈনিক জনকণ্ঠ

67

তারিখ ... JAN 29 2000 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষা ।। ফরম ফিলআপ করেও অর্ধলক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা

ইলিয়াস খান

ফরম ফিলআপ করেও অর্ধলক্ষাধিক এসএসসি পরীক্ষার্থী আগামী ২ মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছে। কম্পিউটারে ফরম পূরণে ভুল ধরা পড়ায় এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। যশোর বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবিএম সাত্তার বলেছেন, প্রতিবছরই শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ ফরম ভুলভাবে পূরণ করা হয়। কম্পিউটারে এ ভুল ধরা পড়লে আবার স্কুলে পাঠানো হয়। এ বছরও শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি ফরমে ভুল ধরা পড়েছে।

সে হিসাবে চলতি বছর পূরণকৃত ৯ লক্ষাধিক ফরমের মধ্যে অর্ধলক্ষাধিক ভুলভাবে পূরণ করা হয়েছে। এখন এই ভুল সংশোধন চলছে। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান বলেন, ফরম বাছাইয়ের সময় প্রচুর ভুল ধরা পড়ে। এ বছরও পড়েছে। কম্পিউটার থেকে তালিকা বের করে সংশ্লিষ্ট স্কুলে এগুলো পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সঠিকভাবে আবার পূরণ করে পাঠালেই কেবলমাত্র শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমিক স্কুল শাখার উপ-পরিচালক মোঃ ওয়ালিউর রহমান জানান, ফরম পূরণে ভুল হলে কম্পিউটার সেটা গ্রহণ করে না। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট স্কুলে সংশোধনের জন্য এগুলো আবার পাঠানো হয়, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাদানের জন্য চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত সুযোগ দেয়া হয়। এ জন্য পরীক্ষা শুরুর ৭ দিনের বেশি আগে পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা পাওয়া যায় না।

আগামী ২ মার্চ থেকে দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। খসড়া হিসাবে এ বছর পাঁচ বোর্ড থেকে ৯ লাখ ১২ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। কিন্তু বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর ফরম এখনও সংশোধন করা হচ্ছে। সময়মতো যারা এই ত্রুটিপূর্ণ ফরম ত্রুটিমুক্ত করতে পারবে না, তারা পরীক্ষায়ও অংশ নিতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কমে যাবে।

জানা গেছে, ২০০০ সালের পরীক্ষার্থীদের ফরম ফিলআপ করা হয়েছে গত বছরের নবেম্বরের শেষে ও ডিসেম্বরের প্রথমদিকে। ফরম পূরণের পর এগুলো সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রে আসে। এখানে সব ফরম কম্পিউটারে সংরক্ষিত রেজিস্ট্রেশন ইনফরমেশন ফরম (জিআইএফ)-এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। ভুল তথ্য থাকলে সেটি আর কম্পিউটার গ্রহণ করে না। এ ক্ষেত্রে ফরম ফিলআপ করা ছাত্রের পরীক্ষা দেয়া অনিশ্চিত হয়ে যায়। এ জন্য ছাত্রদের কথা বিবেচনা করে এই ভুলভাবে পূরণ করা ফরম আবার স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যাতে সংশোধন করা যায়। এ জন্য এক থেকে দেড় মাস সময় দেয়া হয়। এর মধ্যে সংশোধন করতে না পারলে সে ছাত্র আর পরীক্ষা দিতে পারে না। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান বলেন, অনেক সময় ছাত্রদের ফরম স্কুলের শিক্ষক কিংবা করণিকরা পূরণ করে থাকেন।

এ ক্ষেত্রে অনেক সময় ছাত্র কিংবা তার পিতার নামের মোঃ কিংবা নামের শেষাংশ বাদ পড়ে যায়। ফলে কম্পিউটার এগুলো আর গ্রহণ করে না। ছাত্ররা নিজেরা ফরম পূরণ করলে এই ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। যশোর বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবিএম সাত্তার বলেন, ফরম পূরণে ভুলের বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা প্রশ্নপত্র ছাপানোর ব্যাপারে খসড়া রিকুইজিশন দিয়ে থাকি। পরীক্ষার ১৫ দিন আগে আমরা প্রশ্নপত্র ছাপানোর চূড়ান্ত সংখ্যা জানিয়ে দিই। তিনি বলেন, এ বছরও ভুল সংশোধনের পর ১১ ফেব্রুয়ারি আমরা পরীক্ষার্থীর চূড়ান্ত তালিকা পাব। এর পরই প্রশ্নপত্র ছাপানোর চূড়ান্ত অর্ডার দেয়া হবে।